জৈষ্ঠ্য, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ। জুন ২০২২ খ্রি.

জেলে বার্তা

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation
(১বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

SSF Gender Mainstreaming Governance in Ecosystem-based Coastal and Traditional Aquaculture Fishery Management

মৎস্য ও আবাসস্থল ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ের (এসএসএফ) অন্তর্ভুক্তি ও সুশাসনকে উৎসাহিত করা। দ্বন্দ্ব বা মত বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলি মোকাবেলা করা এবং টেকসই মৎস্য, পরিবেশগত সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পাশাপাশি কমিউনিটির টিকে থাকার জন্য কংক্রিট/বাস্তব নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ্যাডভোকেসি এবং নীতিমালা সংস্কারের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও পরিবেশগত ন্যায়বিচারকে আরও শক্তিশালী করা।

কোস্ট ফাউন্ডেশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং Safeguarding বিষয়ে অবহিতকরণ সভা :

২৯ মে,২০২২, বিকাল ৩ ঘটিকা, পন্ডিত বাড়ি, ৮নং ওয়ার্ড, ধনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ভোলা সদর, ভোলা ।
জেলে কমিটির সাথে প্রকল্প ম্যানেজার জনাব রাশিদা বেগম সভার শুরুতে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভাটি শুরু করেন। সভায় **সুনির্দিষ্ট ৪টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।**

(অভিযোগ করার নিয়মাবলী জানান, পিএম,রাশিদা বেগম)

ক. অভিযোগ করার নিয়মাবলী খ. শিশু ও অসহায় প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সুরক্ষা এবং ঘ জেন্ডার নীতিমালা

GCA প্রকল্পের প্রোগ্রাম অংশগ্রনকারী বাৎসরিক মূল্যায়নে মতামত প্রদান করেন।

১৬ মে,২০২২ সকাল ১১ ঘটিকায় ধনিয়া, ভোলা সদর এফজিডির মাধ্যমে প্রকল্পের বাৎসরিক মূল্যায়ন গত ২০২১-২০২১ অর্থ বছরের অর্জন/ সফলতা এবং পরবর্তী ২০২২-২০২৩ আরো কি ভালো করতে পারি সে বিষয় প্রকল্পের অংশগ্রনকারী/ উপকারভোগীগন মতামত প্রদান করেন।

(প্রকল্পের বাৎসরিক মূল্যায়ন মতামত প্রদান করেন সাইফুল)।

সুপারিশ /মতামত :

- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি পরিবারের নারী সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি পরিবারের নারী সদস্যদের কারিগরি সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি পরিবারের সাথে নিয়মিত পেশাদার যোগাযোগ রক্ষা করা ।
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি পরিবারের নারী সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী আয়বদ্ধমূলক উপকরণ প্রদান ইত্যাদি।

নকশী কাঁতা সেলাই করে সন্তানের পড়া-লেখার খরচ চালায় শাহিনুর ও কহিনুর ।

ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলের (নদীর পাড়ের) শাহিনুর ও কহিনুর পরিবারের গৃহিনীর কাজই করেছেন। GCA প্রকল্পের ১ম পেইজের সাথে যুক্ত হয়ে প্রকল্পের বিভিন্ন উঠান বৈঠক, সভা, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করার প্রেক্ষিতে ওনারা মনে করেন শুধু গৃস্থলি কাজ করে সংসারের উন্নতি সম্ভব না। এবং ছেলে -মেয়েদের ভালো পড়া লেখাও করানো যাচ্ছে না। স্বামী নদীতে আর কত আয় করে। বেশির ভাগ সময়ে অবরোধকালিন সময়ে রেকার থাকে। শুধু স্বামীর উপর নির্ভর থেকে কি লাভ? নিজেরা কিছু করি। এভাবেই দু'জনের নকশী কাঁতা সেলাইয়ের উদ্যোগ নিয়ে

(কহিনুর বেগম)

(শাহিনুর বেগম)

থাকেন। প্রথমত নিজেদের ২/৪টি সেলাই করেন। এখন অন্যদের ৩/৪ হাজার টাকা চুক্তিতে সেলাই করে দেন। কোন মাসে মাসে ১৫০০,২০০০ এবং ৪০০০/- এভাবে আয় করেন। দু'জনেই মাসিক ডিপিএস করেন ৫০০/- করে। ঘরের প্রয়োজন ও পছন্দ মতে আসবাবপত্র ক্রয় করেন। ছেলে -মেয়েদের পড়ার খরচ বহন করেন। শাহিনুরের ২ মেয়ে ১ ছেলে । মেয়ে এইচ.এসসিতে কলেজে পড়ে, ছেলে ৯ম শ্রেনীতে। কহিনুরের ১ ছেলে। ৪ বছর বয়স। তারা বলেন আমাদের সেলাই কাজ দেখে এখন গ্রামের আরো অনেক জেলে পরিবারের নারীরাও সেলাই কাজ করেন। আমরা নারীরা পুরুষের পাশাপাশি পরিবারে আথিক সহায়তা করতে পারায় পরিবারে আমাদের সম্মান বেড়েছে।

যোগাযোগ : প্রকল্প ম্যানেজার, রাশিদা বেগম, প্রকল্প অফিস, চরনোয়াবাদ সার্কেট হাউজ রোর্ড সংলগ্ন, কোস্ট ফাউন্ডেশন । মোবাইল নম্বর, ০১৭১৩৩২৮৮০২. এবং সোহেল মাহমুদ, প্রোগ্রাম অফিসার, মোবাইল নম্বর,০১৭১৩৩২৮৮৩২।